গৌতম গুহ রায়ের কবিতা

১.

সে এক মায়াময় উষ্ণ কিশোরী, কষ্টস্মৃতির গোপন কথা
তার সাথে ভাগ করে নিলে রোদ্দুর হেসে ওঠে
একলা প্রান্তর,
সেখানে সে তার ইচ্ছেদের নিয়ে বাস করে
পুতুল নিয়ে ঘর বসায়

তার এক ইচ্ছের নাম রঙিন সকাল
যে এখন বিবাগী বাউল হয়ে দেশান্তর ঘোরে
এক ছিলো নিঃসঙ্গ সুখের দুপুর
সে এক ভোকাট্টা ঘুড়ি হয়ে মেঘের জলে
ভাসিয়েছে ডানা

এক ইচ্ছে ছিলো ঘোরমাথা বিকেল
জমাট রক্তের মত আজ কাঁসার বাটি থেকে
গড়িয়ে পড়ে এঁটোকাটার সংসারে

১২.

পাহাড়ি খাদে সূর্য ডোবে। সবুজ মুছে জেগে ওঠে কালো পাহাড়
একে একে জ্বলে সহস্র প্রদীপ বিন্দু বিন্দু আলোয় ক্রমশঃ আলোকোজ্জ্বল
কুয়াশাভ্রষ্ট পাহাড়ের চোখমুখ সুরামত্ত
টলমল করে

মুখোশেরা জলের বিপরীত টানে উজানে যাওয়ার কৌশলে
চূড়ার কাছে গিয়ে অট্টহাস্যে কাঁদে। গোপনসূত্রে অন্ধকার
বরফজমাট আঁধারে শিকার ধরে ফিরে এলে গল্প ফুরিয়ে যায়

মুখোশের মুখ তখন দু-হাতে জল পান করে